যায়যায়দিন

তারিখ ... 17 AUG 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ১৮ কলাম ... ৫ ......

সেশনজটের প্রধান কারণ শিক্ষক রাজনীতি

এম মামুন হোসেন ও আদনান মনোয়ার হুসাইন

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে সেশনজট। এ থেকে শিক্ষার্থীদের রেহাই পাওয়ার কোনো পথ নেই। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, ছাত্র রাজনীতি নয়, জাবির সেশনজটের প্রধান কারণ শিক্ষক রাজনীতি। বিগত সময়ে শিক্ষকরা বিভিন্ন দাবিতে ক্লাস, পরীক্ষা বন্ধ করে আন্দোলন করলে সেশনজটের সূত্রপাত হয়।

১৯৯২ সালে সেশনজটমুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি পায় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়। পরের বছর থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক রাজনীতি ও নোংরা ছাত্র রাজনীতির রাহুগ্রস্ত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়টি সেশনজটে মুখ থুবড়ে পড়তে থাকে। ১৯৮৪ সালে ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ কার্যকর হলে ভিসি প্যানেল নির্বাচনের মাধ্যমে ভিসি হন অধ্যাপক আ ফ ম কামালউদ্দিন। মূলত তখন থেকেই জাবির শিক্ষক মহলে ভিসিপন্থী ও ভিসিবিরোধী এ দুই গ্রুপে বিভক্ত হয়ে শিক্ষক রাজনীতি ডালপালা মেলতে শুরু করে। ১৯৯৩ সালের জানুয়ারিতে কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারি জাবির সরকার ও রাজনীতি বিভাগের শিক্ষক, উপাচার্যবিরোধী গ্রুপের নেতা ড. গোলাম হোসেন ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের হাতে লাঞ্ছিত হলে দুই নেতাকে বহিষ্কৃত করে কর্তৃপক্ষ। ছাত্রদলের ডাকা ধর্মঘটে ৩৪ দিন ক্লাস ও পরীক্ষা বন্ধ থাকে। পরে এ বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহারকে কেন্দ্র করে লাঞ্ছিত হন তৎকালীন উপাচার্য অধ্যাপক কাজী সালেহ আহমদ। এভাবেই জাবিতে ধীরে ধীরে সেশনজট দানা বাঁধতে থাকে। ১৯৯৯ সালের শেষ দিকে বিভাগ উন্নয়ন ফি চালুর প্রতিবাদে আন্দোলন রাজনীতি : পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৬

রাজনীতি : শিক্ষক

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

হলে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকে প্রায় এক মাস। ২০০১ সালে বিএনপি সরকার গঠন করলে আওয়ামীপন্থী ভিসি অধ্যাপক আবদুল বায়েসের অপসারণের উদ্দেশ্যে আন্দোলন শুরু করেন বিএনপিপন্থী শিক্ষকরা। এতে প্রায় এক মাস বিশ্ববিদ্যালয়ে অচলাবস্থা বিরাজ করে। ২০০৩ সালের শেষ দিকে ভিসি অধ্যাপক জসিম উদ্দিনের বিরুদ্ধে ড. মুস্তাহিদুর রহমানের নেতৃত্বে শিক্ষকরা তিন মাসেরও বেশি সময় ক্লাস বর্জন করেন। এ সময় কার্যত বিশ্ববিদ্যালয় অচল হয়ে যায়। ড. মুস্তাহিদ গ্রুপের শিক্ষকরা লিফলেট ছড়িয়ে শিক্ষার্থীদের প্রতিশ্রুতি দেয় বাড়তি ক্লাস নিয়ে সেশনজট কমানোর। কিন্তু বাস্তবে তিনি উপাচার্য হওয়ার পরে শিক্ষকরা সে প্রতিশ্রুতি রাখেননি। সম্প্রতি সরকার বদলের পরে ছাত্রলীগের আধিপত্য বিস্তারের ঘটনায় রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে বিশ্ববিদ্যালয় অস্থির হয়ে ওঠে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের চারটি অনুষদের ২৬টি বিভাগের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ অবস্থা বিরাজ করছে কলা ও মানবিক অনুষদের বিভাগগুলোতে। এ বছর মাস্টার্স পরীক্ষা শেষ করার কথা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৩তম (২০০৩-০৪) ব্যাচের। অথচ এ অনুষদের ইংরেজি বিভাগের ৩১তম ব্যাচের মাস্টার্স শেষ হয়েছে মাত্র দুই মাস আগে। নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগের ৩১তম ব্যাচের পরীক্ষা কবে হবে জানে না শিক্ষার্থীরা। বিভাগটির ৩০তম ব্যাচের মাস্টার্সের রেজাল্টও হয়নি। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ৩২তম ব্যাচের মাস্টার্স পরীক্ষা শুরু হয়েছে। বিপরীতে বাংলা, ইতিহাস, দর্শন, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের ৩৩তম ব্যাচ এ বছর মাস্টার্স দেবে। বিভাগগুলোর শিক্ষকদের ক্লাস পরীক্ষায় উদাসীনতার পাশাপাশি তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব ও রেষারেষির কারণে খাতা দেখা ও রেজাল্ট প্রকাশে বিলম্ব ঘটে।

সমাজবিজ্ঞান ফ্যাকাল্টিতে সেশনজট রয়েছে নৃবিজ্ঞান ও অর্থনীতি বিভাগে। ভিসি মেকার হিসেবে পরিচিত অর্থনীতি বিভাগের প্রভাবশালী শিক্ষকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি নিয়ে বেশি ব্যস্ত থাকায় বিভাগটির অগ্রগতি এক সময় তলানিতে গিয়ে ঠেকেছিল। গত বছর চালু হওয়া লোকপ্রশাসন বিভাগে অবকাঠামোগত সমস্যা এবং শিক্ষক ও রুম সঙ্কট রয়েছে। ফলে এ বিভাগটিও সেশনজটের কবলে পড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

জীববিজ্ঞান ফ্যাকাল্টির উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষকদের তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব ও শিক্ষার্থীদের জড়িয়ে ফেলার প্রবণতায় বিভাগটিতে তৈরি হয়েছে প্রবল জট, তেমনি শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্কও হুমকির মুখে পড়েছে। প্রাণিবিদ্যা বিভাগের শিক্ষকরা সব সময় ব্যক্তিগত প্রজেক্ট ও গ্রুপিংয়ে ব্যস্ত থাকেন বলে সে বিভাগও পিছিয়ে পড়েছে। এ ফ্যাকাল্টিতে এগিয়ে রয়েছে একমাত্র ফার্মেসি বিভাগ।

গাণিতিক ও পদার্থবিষয়ক ফ্যাকাল্টিতে সাতটি বিভাগের মধ্যে পরিসংখ্যান, গণিত, জিওলজি, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে জট রয়েছে। পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে একটি ব্যাচের ফাইনাল পরীক্ষা এক শিক্ষকের জেদের কারণে ছয় মাস পিছিয়ে দেয়ার ঘটনাও ঘটেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. শরীফ এনামুল কবির বলেন, আমার দুটি এজেন্ডা আছে। সেশনজট কমানো, ক্যাম্পাসের সন্ত্রাস কমানো। সেশনজট কমাতে ইতিমধ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করার কথা তিনি জানান। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ইয়ার জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর ধরে এর মধ্যে কোর্স সম্পন্ন করে পরীক্ষা গ্রহণ এবং ফলাফল প্রকাশ করা হবে। ১৭ আগস্ট অনুষ্ঠিত একাডেমিক কাউন্সিলের মিটিংয়ে এ পরিবর্তন আনা হবে। বিগত সময়ে ১০ মাস কোনো কোনো অধ্যাপক খাতা রেখে দিয়েছেন।